R. N. No. 2532/57 Phone : 66228 (Press), 67228 (Resi.)/STD 03483 Regd. No.—WB/MSD- 4

আলমারী, চেয়ার এবং
যাবতীয় ষ্টীল সরঞ্জাম বিক্রেতা
বি কে
ষ্টিল ফার্ণিচার
অনুমোদিত বিক্রেতা ঃ ষ্টিলকো
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন ঃ ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৭শ বর্ষ
৩য় সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৭ই জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৪০৭ সাল।
৩১শে মে, ২০০০ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

জঙ্গিপুরে পুর বোর্ড গড়ার চাবি এখন সিংহের থাবায়

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ এবার জঙ্গিপুরে পুর নির্বাচনে বামভোটে ধ্বস নামিয়েছে বিরোধীরা। হেরেছে সিপিএম, সিপিআই। শক্তি বেড়েছে কংগ্রেস, আরএসপি এবং ফঃ ব্লকের। এসইউসিআই ১৯নং ওয়ার্ডে গতবার ২৬ ভোটে জেতার পর এবার ঐ ওয়ার্ড থেকেই ১৫৬ ভোটের ব্যবধানে সিপিএমকে পরাজিত করে আরও শক্তিশালী হয়েছে। এবারে পুর নির্বাচনী প্রচারে উপ-মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য, প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী আনিসুর রহমান ছাড়াও জেলা বামফ্রন্টের নেতারা থেকেও নির্বাচনের ফলাফলে মানুষের সমর্থন হারিয়েছে। বামজোটের বাইরে থাকা বিক্ষুব্ধ ফঃ ব্লক দুটি আসনে সিপিআই ও আরএসপির বিরুদ্ধে প্রার্থী দিয়ে দুটিতেই জিতেছে। তাই এবার সিংহের থাবাতে থাকছে পুরবোর্ড গড়ার চাবিকাঠি। তারা যুক্ত না হলে পুরবোর্ড বামফ্রন্টের দখলে থাকছে না। বাম বা ডান যে কোন পক্ষ বোর্ড গঠনের প্রয়োজনে (শেষ পৃষ্ঠায়)

ধুলিয়ানে কংগ্রেস বিপুলভাবে জয়ী

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ মহকুমার ধুলিয়ান পৌরসভার ভোটে কংগ্রেস একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। মোট ১৯টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১৩টিতে কংগ্রেস জয়ী হয়েছে। অপরদিকে সিপিএম ৪, আরএসপি ১ ও নির্দল ১ আসনে জয়ী হয়েছে। এরফলে বিগত পাঁচ বছর ধরে প্রতিনিয়ত অচলাবস্থায় জর্জরিত এই পৌরসভায় এবারে কংগ্রেস কোনো সহযোগী ছাড়াই ক্ষমতা দখল করল। উল্লেখযোগ্য বিজয়ী প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছেন পৌরপ্রধান কংগ্রেসের সফর আলি, মহঃ সওদাগর আলি, সিপিএমের প্রকাশ সিংহ ও আরএসপির ফারুক হোসেন। উল্লেখযোগ্য পরাজিত প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছেন সিপিএমের তামিজুদ্দিন, কংগ্রেসের তরুণ সেন, একদা বিজেপি বর্তমানে তৃণমূল প্রার্থী সত্যদেব গুপ্ত। নির্বাচনে কংগ্রেসের ফলাফল আশাপ্রদ হলেও সিপিএমের কাছে তা একেবারেই (শেষ পৃষ্ঠায়)

বিধ্বস্ত মৃগাঙ্ক জানালেন কাজ করলেই ভোট মেলে না

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ এক সপ্তাহ আগেও তার কন্ঠে ছিল চরম আত্মবিশ্বাসের সুর। নির্বাচনের ফল বেরোবার পর জঙ্গিপুরে বহু ভোটের বৈতরণী হেলায় পার করানো সেই মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য জানালেন এবারকার পৌরভোটের ফলাফল তাকে অবাক করেছে। ক্লান্ত বিধ্বস্ত মৃগাঙ্কবাবুর মতে বোর্ড গড়ার সম্ভাবনা তাদের বেশী। কারণ পঞ্চায়েতে এ ধরনের বহু ঘটনার মতোই এবারও নির্বাচনের পরে ফঃ ব্লকের সমর্থন বামবোর্ড পাবে। ভোটের ফল আশানুরূপ না হবার কারণ সম্বন্ধে পৌরপ্রধানের বক্তব্য ২৩ বছর ক্ষমতায় থাকার ফলে কিছু মানুষের মধ্যে একটা অতৃপ্তি জন্ম নিয়েছে। (শেষ পৃঃ)

বিজয় মিছিলে বোমাবাজি ১৪৪ ধারা জারী

জঙ্গিপুর ঃ গত ৩০ মে পুর নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশের পর ৬নং ওয়ার্ডের বাম সমর্থিত নির্দল প্রার্থী আবদুল গাফ্ফার বিজয় মিছিল বার করেন। পরাজিত কংগ্রেস প্রার্থী সেখ রেজাউর রহমানের বাড়ীর সামনে বিজয় মিছিল থেকে এলো-পাথাড়ি পটকা ফাটানোর ফলে রেজাউরের বার বছরের মেয়ে মেহেরুন্নেশার মাথায় আঘাত লাগে। এই ঘটনায় দু' পক্ষের মধ্যে বোমাবাজী শুরু হয়ে যায়। পুলিশ গিয়ে অবস্থা আয়ত্তে আনতে ওখানে ১৪৪ ধারা জারী করে বলে জানা যায়। ভোটের দিন জঙ্গিপুর পারের ১১ নম্বর ওয়ার্ডে ১১/১ বুথে সিপিএম এজেন্ট মিঠু সেখ ও কংগ্রেস এজেন্ট বাবলু সেখের মধ্যে জাল ভোট নিয়ে বচসা পড়ে খন্ডযুদ্ধে রূপ নেয়। পুলিশ পরিস্থিতি বুঝে বুথের দরজা বন্ধ করে দেয়। বেশ কিছু সময় (শেষ পৃঃ)

খলনায়ক থেকে রাতারাতি নায়ক গৌতম

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ নির্বাচনে প্রচারের সময় বামফ্রন্টের বিভিন্ন শরিকের নেতারা ফঃ ব্লকের নেতা গৌতম রুদ্রের কঠোর সমালোচনা করে গেছেন। নির্বাচনের পরে ১৬ ও ১৭নং এ বামফ্রন্টকে পর্যুদস্ত করে ফঃ ব্লক প্রার্থী মনীষা রুদ্র ও দুলাল হালদারের বিপুল ভোটে জয়ের পর অনেকেই লজ্জায় মুখ লুকোচ্ছেন। এদিকে গৌতম রুদ্রের বক্তব্য—আমরা বামফ্রন্ট বিরোধী নই। আমরা মানুষকে প্রকৃত বামপন্থীদের নির্বাচিত করার অনুরোধ জানিয়েছিলাম। ১৬নং এ সিপিআই বিজেপির সঙ্গে গাটছড়া বেধেও ২০২ ভোটে হেরে গেছে। ১৭-তে জিতেছি ৩৮৩ ভোটে। এখন বামফ্রন্ট আমাদের যোগ্য সম্মান দিয়ে ডাকলে ও (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার হুজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার ?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৭ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৪০৭ সাল।

॥ খেদোক্তি ॥

যখন জীবন নানা ঘাত-প্রতিঘাতে জেরবার হইয়া পড়ে, দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণায় মানুষ যখন জর্জরিত হয়, গভীর নৈরাশ্য ও অনিশ্চয়তায় যখন তাঁহার বিপন্ন অবস্থা চূড়ান্ত পর্যায়ে আসিয়া পড়ে, তখনই আসে এমন একটা ভাব, যাহাকে বেপরোয়া বলা যায়; সে তখন পাইতে চাহে সেই অসহনীয় অবস্থা হইতে মুক্তি; অব্যাহতি। একদিকে শান্তিলাভ যেমন কাম্য হয়, অন্যদিকে তাহার মধ্যে জাগিয়া উঠে বিপর্যয় কাটাইবার জন্য একটা তীব্র প্রতিরোধের প্রয়াস বা আঘাতের মোকাবিলায় পাল্টা আঘাত দেওয়ার কঠোর সঙ্কল্প। এই অবস্থায় পড়িয়া জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া প্রতিকার সাধনের পথে তাহাকে নামিতে হয় নিতান্ত বাধ্য হইয়াই। অপরের ললিতবাণী হয়ত তাহার কাছে উপহাস বলিয়া মনে হয়।

বস্তুত পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষের অবস্থা এইরূপ পর্যায়ে আসিয়া পড়িয়াছে। অশান্তির আগুনে সকলে পুড়িয়া মরিতেছে। হুগলি, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর জেলাগুলির গ্রামগঞ্জ দীর্ঘদিন ধরিয়া জ্বলিতেছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বিভিন্ন দল এমন হানাহানি আরম্ভ করিয়াছে যে, প্রাণবলি সেখানে যেন নিতান্ত নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া, সবং, কেশপুর প্রভৃতি এলাকার নানা জায়গার মানুষ আজ স্বহস্তে আইন লইয়াছেন। বন্দুক, বোমা, ছোরা, ভোজালি লইয়া চলাফেরা সেখানে একপ্রকার 'জলভাত'-এর ব্যাপার।

পশ্চিমবঙ্গ এক অগ্নিগর্ভ রণাঙ্গন। যুযুধান পক্ষ প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল। রণসজ্জা ও রণহুঙ্কারের কমতি নাই কোথাও। সিপিএম, কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, বিজেপি দলের রথীমহারথী সম্মুখ রণে শামিল হইবার পূর্বে প্রত্যেকের সাধারণ সৈনিক অর্থাৎ 'ক্যাডার' বাহিনী পরাক্রম প্রদর্শন করিতেছেন। পাঁশকুড়া লোকসভা নির্বাচন এবং রাজ্যের পুরসভা নির্বাচন যুদ্ধ বাধাইয়াছে। মহারথীরা বাগ্‌যুদ্ধ চালাইতেছেন, আর ক্যাডারেরা লড়িতেছেন। মেদিনীপুরের কেশপুরে সিপিএম ও তৃণমূল কংগ্রেসের যুদ্ধের তীব্রতা অত্যন্ত বেশী। গ্রামাঞ্চল অধিকাংশ বিস্ফোরিত হইতেছে। কোথাও সিপিএম-এর কোথাও বা তৃণমূলের। যাতায়াত ব্যবস্থা স্থানবিশেষে পৃথক হইতেছে। গ্রামবাসীরা পৃথক রাস্তাও নির্মাণ করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। নেতৃবৃন্দের স্বপক্ষের সমর্থনে অন্য পক্ষের নিন্দাসমালোচনা শুনিয়া জনকর্ণ পরিতৃপ্ত হয়ত হইতেছে। হয়ত বা উৎসাহ সঞ্চারিত হইতেছে নবসঞ্জীবনী মন্ত্রপ্রভাবে। একাদিক্রমে হত্যা, গৃহদাহ, গৃহ হইতে বিতাড়ন, গ্রাম জনশূন্য হওয়া প্রভৃতি সংবাদ রাজ্য শাসক প্রধানের কর্ণগোচর করিয়া তাঁহার বয়স বিচারে মানসিক চাঞ্চল্য ঘটান নাকি যুক্তিযুক্ত মনে করা হয় নাই; নানা সংবাদ শুনিয়া তিনি ব্যবস্থা লইবার নির্দেশ দিবেন হয়ত। আবার তৃণমূল পক্ষে ধরনা, মিছিল প্রভৃতির আয়োজন হওয়ার কথা জানা গিয়াছে। কিন্তু নির্মম সত্য এই যে, মানুষ মরিতেছে; গৃহাদি দগ্ধ হইতেছে; সম্পত্তি বিনষ্ট হইতেছে; গ্রাম জনশূন্য হইতেছে নেতাদের বক্তৃতা বৃদ্ধি পাইতেছে। শান্তি নাই।

পাঁশকুড়ার লোকসভা নির্বাচন, রাজ্যের পুরসভা নির্বাচন প্রভৃতির জন্য শাসক দলের কোনও দুশ্চিন্তার কারণ থাকিতে পারে না। প্রশাসনিক ক্ষমতা হাতে থাকার একটা প্লাস-পয়েন্ট আছে যাহা অন্য দলের থাকে না। নির্বাচন কমিশন (কেন্দ্রীয়) যত হুঙ্কার দিক না কেন, কাজের কাজ করিবার সুযোগ পাওয়া কঠিন। নির্বাচনে কিছু কিছু 'অপকর্ম'-এর প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত কিছু করিবার থাকে না। আর প্রমাণ পাওয়ার উৎস যদি প্রতিকূল হয়, তবে কথাই নাই।

ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি

বরুণ রায়

জ্যৈষ্ঠের ঝড় একদিন আছড়ে পড়েছিল নিস্তরঙ্গ বাংলার এক শান্ত কুটিরে। চুরুলিয়ার এক দরিদ্র গৃহকোণে। জন্ম নিয়েছিল এক দামাল শিশু, নজরুল—তার বাপমায়ের আদরের নুরু মিঞা। ঘরের বাঁধন কেটে অতি শৈশবেই গানপাগল কিশোর লেটোর দলের সঙ্গে ভেসে গিয়েছে অজানার পথে দূরে দূরান্তরে। নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ জীবনকে দুহাতে সরিয়ে আবার একদিন উন্মাদনাময় বিপদসঙ্কুল সৈনিকের জীবনকে বরণ করে নিয়েছিল। বুকের মধ্যে অহরহ ফুটন্ত তীব্র আবেগের জ্বালা। দূর রণাঙ্গন থেকে একদিন এসে দেখা দিলেন দেশের সাহিত্যের দিগন্তে। এক নতুন ধূমকেতু। ঘোষণা করলেন—অয়ম্ অহং ভো! আমি, আমি এসেছি। অগ্নিক্ষরা সেই আত্মঘোষণা অবহেলা করবে কে!

বাংলা সাহিত্যে এল নবজীবনের জোয়ার। কিন্তু শুধু অগ্নিক্ষরা সিংহনাদই নয়। তাঁর কাব্যপ্রবাহ বয়ে গেল সহস্র-ধারায় নানা সুরে, নানা খাতে। কখনও ললিত প্রেমে, কখনও শান্ত আত্মানুসন্ধানে। কণ্ঠে দূরের আহ্বান—চরৈবেতি। তাই তাঁকে দেখি কখনও কারাগারের বন্ধ ঘরে। কখনও বা দেখি সন্তানহারা বন্ধু তারাশঙ্করের বেদনার অংশীদার হয়ে লাভপুরের শ্মশানের অন্ধকারে সারারাত্রিব্যাপী নির্জনে অশ্রু-মোচনরত। কখনও গানে গল্পে বন্ধুদের সাথে প্রগল্‌ভ আড্ডায় মাতোয়ারা, আবার কখনও বা নির্জনে ধ্যানমগ্ন, সাধনারত।

বিচিত্র চরিত্রের মানুষ আমাদের এই নজরুল। প্রাণপ্রাচুর্যে পূর্ণ, একটা গোটা মানুষ—সুকুমার রায়ের 'রামগরুড়ের ছানার' বিপরীত মেরুবাসী। কথায় গল্পে গানে, উদ্দাম হাসিতে সব সময়েই ভরপুর। নিরভিমান, বন্ধুবৎসল, স্নেহপ্রবণ। সব রকমের গোঁড়ামিবর্জিত নিপাট অসাম্প্রদায়িক মানবপ্রেমী।

কর্মচাঞ্চল্যমুখর এই বেগবান জীবনপ্রবাহ একদিন আকস্মিকভাবে স্তব্ধ হয়ে গেল। পৃথিবী তার সব রূপরসগন্ধ নিয়ে তাঁর চেতনা থেকে অপসৃত হল। তারপর শুধু দিনযাপনের গ্লানি। সে এক বেদনাকরুণ ইতিহাস।

সব রকমের ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতা ও ভেদবুদ্ধির বিরুদ্ধে তাঁর জেহাদ তাঁকে একদল ধর্মীয় উন্মাদের চোখে শত্রু করে তুলেছিল। একদিন বাড়ি ফেরার পথে রাতের অন্ধকারে সশস্ত্র সেই গুণ্ডার দল ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁর উপরে। মস্তিষ্কে গুরুতর আঘাত পেলেন তিনি। এরই পরিণতি পরবর্তীকালে তাঁর স্মৃতিলোপ।

সম্পূর্ণ স্মৃতিলোপের আগে কিছুদিন তিনি দোলাচলের মধ্যে ছিলেন। কখনও স্মৃতি ও চেতনার জগৎ পাতলা কুয়াশায় ঢাকা, আবার কখনও সম্পূর্ণ বিগত স্মৃতি। এই সময় বন্ধুরা প্রায়ই তাঁর খোঁজখবর নিত, দেখাশোনা করত। বাড়ি থেকে একবার তিনি অন্যের অজ্ঞাতসারে বেরিয়ে রাস্তা ধরে চলেছিলেন অনির্দেশ যাত্রায়। পথে কবির অনুরাগীরা তাঁর দেখা পেয়ে তাঁকে সঙ্গে করে বাড়িতে পৌঁছে দেন। বন্ধু সজনীকান্ত দাস এই সময় তিনি কেমন আছেন জানতে চেয়ে কবিকে চিঠি দেন। চিঠির উত্তর নজরুল দেন চার লাইনের ছোট্ট কবিতায়। তাঁর লেখনীপ্রসূত এই শেষ ছন্দোবদ্ধ অর্থবহ কবিতা।—

"ভালই আমি ছিলাম
ভালই আমি আছি
হৃদয়পদ্মে মধু পেল
মনের মৌমাছি।" *

এর পরেই তাঁর লেখনী চিরকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায়। পড়ে রইল (৩য় পৃষ্ঠায়)

গোবিন্দপুর হাই স্কুলে কংগ্রেস জয়ী

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ৩০ এপ্রিল রঘুনাথগঞ্জ ২ নং ব্লকের গোবিন্দপুর হাই স্কুলে অভিভাবক প্রতিনিধি নির্বাচনে চারজন জয়ী প্রার্থীর মধ্যে তিনজনই কংগ্রেসের। সেখানে কংগ্রেস, তৃণমূল কং বিজেপি, সিপিএম এবং আরএসপি দলের মোট ১৬ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সিপিএম দলের কেবল আবদুল রসিদ জয়লাভ করেন। কংগ্রেসের তিন জয়ী প্রার্থী জিল্লার রহমান, ঈশা মিঞা এবং নজরুল ইসলাম। ১৬ জন প্রার্থীর মধ্যে কংগ্রেসের জিল্লার রহমানই সর্বোচ্চ ভোট পান। এর আগে শিক্ষক-অশিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচনে তিনজন শিক্ষক এবং একজন অশিক্ষক কর্মী নির্বাচিত হন। এঁরা প্রত্যেকেই এবিটি-এর সদস্য। মোট ১০৬৫ ভোটারের মধ্যে ৬৪৫ জন ভোট দেন। চরম উত্তেজনার মধ্যে ভোট পর্ব মাঝ রাতে শেষ হয়। এর পূর্বে এই স্কুলে বামবোর্ড ছিল বলে জানা যায়।

মহকুমায় রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসব

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ৮ মে স্থানীয় রবীন্দ্রভবনে জঙ্গিপুর পুরসভার উদ্যোগে দু' দিন ব্যাপী রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালিত হয়। প্রথম দিন প্রভাতফেরীর সূচনা করেন মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য। সমগ্র অনুষ্ঠানে আনন্দধারা, রবিমঞ্চ, নাট্যম বলাকা, ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, প্রতিশ্রুতি প্রভৃতি স্থানীয় সাংস্কৃতিক সংস্থা এবং পৌর প্রাথমিক বিদ্যালয় ও উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে উৎসবকে সাফল্যমন্ডিত করে। সন্ধ্যেয় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের উপর ক্যুইজ প্রতিযোগিতা আকর্ষণীয় হয়। বিভিন্ন সংগঠন দু'দিন ধরে সন্ধ্যায় সঙ্গীত, আবৃত্তি প্রভৃতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

ধুলিয়ান ঃ ২৫ বৈশাখ এখানে কবি গুরুর ১৩৯তম জন্মদিবস ডাঃ কালীকুমার গুপ্তের বাড়ীতে কল্যাণ গুপ্তর উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়। ঐদিন সকালে কবি প্রণামের পর রবীন্দ্র সঙ্গীত, আবৃত্তি ও নৃত্যের মাধ্যমে দিনটি উদ্‌যাপিত হয়।

রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লকের ছোটকালিয়াই শ্রীঅরবিন্দ পাঠাগারের পরিচালনায় স্থানীয় হিন্দু মিলন মন্দির প্রাঙ্গণে ২৫ বৈশাখ 'রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী' উপলক্ষ্যে কবি গুরুর কবিতা, আবৃত্তি, সঙ্গীত এবং তিনটি একাঙ্ক নাটক পরিবেশন করা হয়। দর্শকদের সাড়া জাগানো উপস্থিতি উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করে।

নীরব কেন কবি (২য় পৃষ্ঠার পর)

লুপ্ত চৈতন্য আত্মবিস্মৃত নজরুলের ভাবলেশহীন পুতুল দেহ।

তারপরে বছরের পর বছর ১১ই জ্যৈষ্ঠ ফিরে ফিরে এসেছে। এমনই এক জন্মদিনে বন্ধু সব্যসাচীর সঙ্গে তাঁদের বাড়িতে গিয়ে দেখেছি পুষ্পস্তবকে ঘেরা সুরভি আমোদিত ঘরে কবিকে ঘিরে বসেছে তাঁর অনুরাগী বন্ধু ও আত্মজন। হারমোনিয়মের সঙ্গে বৃথাই মাথা কুটছে সুরের আকুতি—ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি। কিন্তু মুখর কবি আর কোনদিনই সাড়া দিবেন না।

* এ পর্যন্ত অপ্রকাশিত এই পঙক্তি চারটি সজনীকান্ত দাসের কাছে পাওয়া।

তথ্যসূত্র ঃ নলিনীকান্ত সরকার, সজনীকান্ত দাস, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

কার্ডস ফেয়ার

এখানে সব রকমের কার্ড পাওয়া যায়।

রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

ফোন নং—৬৬২২৮

Murshidabad College of Engineering & Technology

P. O. Cossimbazar Raj, Dist. Murshidabad

TENDER NOTICE 2/2000

Murshidabad College of Engineering & Technology invites Sealed Tender for sale of all building materials e. g. Bricks, Scrap Steel and Beam, Sal Wood, Mud Roof Tiles etc. on "as is where is" basis.

All such building materials lying as is where is basis can be inspected by the intended tenderers from 12.00 noon to 3.00 P. M. on any working days. The other terms/conditions can be had from the Administrative Office.

The tender should accompany the Income Tax and Sales Tax Clearance Certificates along with Earnest Money deposit of Rs. 10,000.00 (Rupees ten thousand) only in Demand Draft in favour of Murshidabad College of Engineering & Technology.

Last date for submission of tender is 26.06.2000 upto 2.00 P. M. and it will be opened on the same date at 3.00 P. M. in the presence of the tenderers.

The reserve price of all such building materials is estimated to be Rs. 3,15,000.00 (Rupees three lakhs fifteen thousand) only. Successful tenderer will be requested to deposit Rs. 30,000/- as Security Money.

Sealed Tender should be submitted to the Principal, Murshidabad College of Engineering & Technology and the cover for Sealed Tender should be superscribed "Tender for sale of Building Materials as is where is basis." The undersigned reserves the right to accept/reject any tender/part thereof without assigning any reason.

Sd/-
24/5/2000 (A. K. Ghosh)
Principal (Offg),
Murshidabad College of Engineering
& Technology, Berhampore, Murshidabad

Memo No. 153/ (4)/X-11/2000 Dt. 24.05.2000

এখন সিংহের থাবায় (১ম পৃষ্ঠার পর)

এসইউসিআই-এর সমর্থন চাইলে তাঁরা কি করবেন প্রশ্ন করলে স্থানীয় নেতা মৃণাল ব্যানার্জী জানান, ডানপন্থীদের সঙ্গে কোন আঁতাত সম্ভব নয়। তবে প্রয়োজনে সিপিএম তাদের সমর্থনের জন্য এলে শর্ত সাপেক্ষে তাদের বোর্ডে সামিল হতে এসইউসিআই গড়রাজী হবে না। গত নির্বাচনে কংগ্রেস জিতেছিল ৬টি আসনে, সিপিএম ৯টি, এসইউসিআই ১, ফঃ ব্লক ১, আরএসপি ১, সিপিআই ১, বাম সমর্থিত নির্দল ১। এবারে কংগ্রেস জিতেছে ৮টি আসনে, সিপিএম ৫টি, আরএসপি ২টি, বাম সমর্থিত নির্দল ২টি, ফঃ ব্লক ২টি ও এসইউসিআই ১টিতে। জঙ্গিপুরে ৩টি ও রঘুনাথগঞ্জে ১টি আসন হারিয়েছে সিপিএম। এই হারকে পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য ভাবনা-চিন্তার বাইরে বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন কয়েকটা আসনে আমরা অল্প ভোটে হেরে গেছি। বিশেষতঃ ২, ১৩, ১৪ ও ১৬নং এর পরাজয়কে কিছুতেই মানতে পারছেন না পুরপতি। ১৩নং এ কংগ্রেস জিতেছে মাত্র ৪ ভোটে, ১৪নং-এ ১০ ভোটে, ২নং-এ ৩৯ ভোটে। তেমনি ১নং-এ সিপিএম জিতেছে ২৫ ভোটে, ১০নং-এ আরএসপি ৪১ ভোটে। তবে মৃগাঙ্ক সর্বোচ্চ ১২৬৪ ভোটের ব্যবধানে জিতেছেন। ফঃ ব্লক সিপিআইকে ২০২ এবং আরএসপিকে ৩৮০ ভোটের ব্যবধানে হারিয়েছে। অন্যদিকে ফলাফলে কংগ্রেসের রমরমা ও বামফ্রন্টের ব্যর্থতার পিছনে মৃগাঙ্কবাবুসহ সিপিএম নেতাদের অহংকার এবং জনমত অগ্রাহ্য করার ফল বলে মন্তব্য করেছেন বামফ্রন্ট সমর্থিত একাধিক মানুষ।

রাতারাতি নায়ক গৌতম (১ম পৃষ্ঠার পর)

আমাদের দাবী মেনে নিলে আমরা বামবোর্ডকে সমর্থন দিতেও পারি। নইলে আমরা নিরপেক্ষ থাকবো। তবে সব কিছুর আগে দলের জেলা নেতৃত্ব ও ওয়ার্ডের মানুষদের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তাঁর মতে ফঃ ব্লকের দাবী উপ-পৌরপ্রধান পদ, চেয়ারম্যান-ইন-কাউন্সিলের সদস্যপদ এবং ১৬নং ওয়ার্ডে পুরসভার কনট্রাকটর অলোক সাহার গত এক মাসে করা নানা বেআইনী কাজের নিরপেক্ষ তদন্ত। তাঁর দাবী ১৬নং এ সাহা পরিবারের বিরোধী ভোট একচেটিয়া ফঃ ব্লক পেয়েছে।

কাজ করলেই ভোট মেলে না (১ম পৃষ্ঠার পর)

ক্ষমতায় না থাকা কংগ্রেসের সেই বিরোধী ভোট নেই। কাজেই বাম বিরোধী ভোট একত্রিত হয়ে বাম ভোটে ফাটল ধরিয়েছে। তাঁর মতে মানুষ কাজ দেখে ভোট দেননি, ভোট কেনাবেচা হয়েছে অনেক জায়গায়। এ ছাড়া ১৬, ১৪, ১৩, ২ সহ কয়েকটি ওয়ার্ডে রাতারাতি বিরোধীদের গড়া মহাজোটও বামফ্রন্টকে বিপর্যস্ত করেছে। তা সত্বেও নিম্ন মধ্যবিত্ত ভোটারদের সমর্থন পেয়েছেন বলে দাবী জানালেন মৃগাঙ্কবাবু। আগামীতে বোর্ড গঠন নিয়ে ফঃ ব্লকের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন বলেও ইঙ্গিত মিলেছে।

কংগ্রেস বিপুলভাবে জয়ী (১ম পৃষ্ঠার পর)

অপ্রত্যাশিত। গতবারের জেতা ৭টি ওয়ার্ড খুইয়েছে সিপিএম এবং আরএসপি খুইয়েছে ২টি। অপরদিকে গতবার পৌর রাজনীতিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দল বিজেপি একটিও আসনে জিততে পারেনি। আসন পায়নি তৃণমূল কিংবা ফঃ ব্লকও। সফর আলি কিংবা সওদাগর আলির মধ্যে যে কোনো একজনকে পৌরপ্রধান হিসাবে দেখা যাবে বলে অভিজ্ঞ মহলের অভিমত।

১৪৪ ধারা জারী (১ম পৃষ্ঠার পর)

ভোট গ্রহণ বন্ধ থাকে। মারামারিতে বাঁশের আঘাতে নিরপরাধ জনৈক ভোটার সিরাজুল সেখের মাথা ফেটে যায়। তাঁকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আরোও জানা যায় ২০ নম্বর ওয়ার্ডের কংগ্রেসের বিজয়ী প্রার্থী গুলনেহার বিবির স্বামী প্রাক্তন কমিশনার বুদ্ধু সেখকে আরএসপির পরাজিত প্রার্থীকে জোর করে আবির দেওয়ার অভিযোগে পুলিশ থানায় নিয়ে গিয়ে পরে ছেড়ে দেয় বলে খবর।

সকলকে অভিনন্দন জানাই—

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১

রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ

(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেন্ট সেন্টার)

রেজিঃ নং—২০ ✱ তারিখ—২১-২-৮০

গ্রাম মির্জাপুর ।। পোঃ গনকর ।। জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী, প্রিণ্ট শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

বিশেষ সরকারী ছাড় ১০%

✪ সততাই আমাদের মূলধন ✪

জয়ন্ত বাঘিড়া সভাপতি | ধনঞ্জয় কাদিয়া ম্যানেজার | অচিন্ত্য মনিয়া সম্পাদক

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিন্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

(বিজয় বাঘিড়া, শেষের ঘর)

মির্জাপুর ।। গনকর

ফোন নং : গনকর ৬২০২৯ (এসটিডি ০৩৪৮৩)

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ), পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।